শিক্ষা তথ্য ও ... ডকুমেন্টেশন ...

দৈনিক বাংলা

017

তারিখ 24 MAR 1987 ... ...
পৃষ্ঠা... ... ... 1 কলাম ... 1 ... ...

স্কুল টেক্সট বোর্ডের বই

গণতন্ত্র শিল্প বিজ্ঞান প্রসারের প্রতিকূল!

॥ দিলীপ দেবনাথ ॥

নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য 'বাংলাদেশের ইতিহাস' বইয়ের একটি ভাষ্য আলীনগরের সন্ধিতে (১৭৫৭ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারী) সিরাজুদ্দৌলা ১৭৫৭ সালে কলকাতা আক্রমণের ফলে ইংরেজদের যে ক্ষতি হয়েছিল তা পূরণ করতেও স্বীকৃত হয়েছিলেন।

কিন্তু ১৭৫৭ সালে কলকাতায় কোন আক্রমণই করেননি। তিনি কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন ১৭৫৬ সালের জুনে। এবং এ আক্রমণের ক্ষতিপূরণ দিতেই তিনি স্বীকৃত হয়েছিলেন।

মোগল সম্রাটের সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধির সনটিও বইয়ে ভুলভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই বইটিরই এক জায়গায় রয়েছে, বাংলার আদিম জনসমাজের ধর্মকর্ম ও ধ্যানধারণার ওপর ক্রমে বৈদেশিক, পৌরানিক, ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বাক্যটিতে বৈদেশিক বোধহয় বৈদিক হবে।

ইতিহাস বইয়ে যদি বলা হয়, মহাভারতের যুগে বঙ্গ একটি শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে গণ্য হতো—তবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাল সম্পর্কে কি ধারণা জন্মাবে?

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

গণতন্ত্র শিল্প বিজ্ঞান

(প্রথম পৃঃ পর)

'বাংলাদেশের ইতিহাস' বইয়ের আরও একটি ভাষ্য, তার (হোসেন শাহ) উৎসাহ ও সাহায্যে মালাধর বসু শ্রীমদ্ভগবত বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন।

বোর্ডের বইটি থেকে আরও একটি ভাষ্য দিচ্ছি: ১৯৬৬ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে বিরোধী দলগুলোর এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবী সংবলিত এক কর্মসূচী পেশ করেন। এটি ছয় দফা নামে পরিচিত।

আমরা 'শ্রীমদ্ভগবত' বলে কোন পুস্তকের অস্তিত্ব আছে এমন কথা ইতিপূর্বে শুনিনি। তবে জানি, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভগবদগীতা বলে হিন্দুদের দুটি পৃথক ধর্মপুস্তক রয়েছে।

অন্যদিকে ছয় দফা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য হচ্ছে এই যে ৬৬ সনে লাহোরে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ও বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবের ছয় দফা প্রত্যাখ্যান করেন। যদিও তিনি এ সম্পর্কে সোচ্চার কণ্ঠে ১৩ই ফেব্রুয়ারীর সম্মেলনে কথা বলার চেষ্টা করেন। অবশেষে শেখ মুজিব ২৩শে মার্চ (পাকিস্তান দিবস) লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ৬-দফা পাঠ করেন। (দ্রষ্টব্য: বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, ভল্যুম-১)।

এসব ত্রুটিবিচ্যুতি বইটির মান ক্ষুণ্ণ করেছে। প্রথম প্রকাশনার চার বছর পরেও এসব ত্রুটি সংশোধিত হয়নি সেটাই বিস্ময়কর।

বইটির রচয়িতা মুহম্মদ নুরুল করিম, মুহম্মদ রমজান ও এ আর এম জাকির হোসেন। সম্পাদনা করেছেন ডঃ মফিজুল্লাহ কবীর ও ডঃ এস এম হাসান।

আধুনিক পৌরনীতি

খুব সংক্ষেপে আলোচনা করলে বলতে হয় বইটির বৈশিষ্ট্য দুর্বল, ভাষা শৈলী।

বইটির একটি বড়ো দুর্বলতা এর কোন অধ্যায়ের শেষেই কোন অনুশীলনী নেই।

নাগরিকের পারিপার্শ্বিকতা বিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়টি বইয়ে বাহুল্য মনে হয়েছে। এই অংশটিকে সহজেই বর্জন করা যেতে পারে। এর বদলে 'পরিবার' বিষয়টি আরও বিশদভাবে লেখা হলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে।

বইয়ের ৫৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, গণতন্ত্র শিল্প বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রসারের প্রতিকূল। গণতন্ত্রে সাংস্কৃতিক প্রগতির কোন মূল্য দেয়া হয় না। কথাটি কি ঠিক?

বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় (তৃতীয় অধ্যায়ে) দেশে গণভোট রাষ্ট্রপতির প্রতি আস্থা-স্থাপন শিরোনামে (১৩৭—৩৯ পৃঃ) যা দেয়া হয়েছে তা বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিহীন।

'সুতরাং, আধুনিক নরনারীর পক্ষে পৌরনীতি পাঠ করা খুবই প্রয়োজনীয়।'

পাঠ্য বইয়ে এ ধরনের [illegible] বইটির রচয়িতা [illegible] হক, বোর্ডের [illegible] মীর সিরাজুল [illegible]? [illegible] এই বইটি কেউ সম্পাদনা করেননি—এটিও একটি বৈশিষ্ট্য।